

## ॥ श्रीमद्भगवद्गीता विवेचन सारसंक्षेप ॥

### अध्याय 2: सांख्ययोग

4/6 (श्लोक 33-47), शनिवार, 02 डिसेम्बर 2023

ब्याख्याकार: गीता विशारद ड: सञ्जय मालपाणी महाशय

ईউटीउव लिङ्क: <https://youtu.be/kk6cQzb0svQ>

## समञ्ज भावेर विकाश

प्रदीप प्रज्ज्वलन ओ सनातन पद्धतिते प्रार्थना शेखे णुर पृज्जार मध्य दिखे आलोचना सभा शुरु हय। आमरा शेष अधिवेशने देखेछि ये ईश्वर अर्जुनके ब्याख्या करछेन, अर्जुनके आत्मार धारावाहिकता एवं एर चिरन्तनता उपलब्धि कराछेन। सेइ साथे भगवान बलछिलेन एइ युद्ध तोमार धर्म। धर्म हल यখন आमरा स्वाभाविक क्रियाके ग्रहण करि, अर्थात् यখন स्वाभाविक क्रियाके ग्रहण करा हय तখন ता आमादेर धर्मे परिणत हय। एर साथे, भगवान अर्जुनके युद्धेर कुफल की हवे ताओ बलेन।

2.33

अथ चेत्त्रुमिमं(न्) धर्म्यं(म्), सङ्ग्रामं(न्) न करिष्यसि  
ततः(स्) स्वधर्मं(ञ्) कीर्तिं(ञ्) च, हिंसा पापमबाप्स्यसि॥33॥

किन्तु यदि तूमि एइ धर्मयुद्ध ना करो ता हले स्वधर्म ओ कीर्ति हते च्युत हये पापभागी हवे। ३३

2.34

अकीर्तिं(ञ्) चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति तेऽव्यायाम्  
सम्भावितस्य चाकीर्तिः(र्), मरणादतिरिच्यते॥34॥

एवं सकलेइ तोमार एइ दीर्घकालस्थायी अकीर्ति (अख्याति) निखे आलोचना करवे। माननीय व्यक्तिर पक्षे एइ अकीर्ति मृत्यु अपेक्षाओ बेशि यन्त्रणादायक। ३४

2.35

**ভয়াদ্রগাদুপরতং(ম্),মংস্যন্তে ত্বাং(ম্) মহারথাঃ  
য়েষাং(ঞ্) চ ত্বং(ম্) বহুমতো, ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥35॥**

আর যাঁদের দৃষ্টিতে তুমি খুবই সম্মানিত ছিলে তাঁদের চোখে হেয় হয়ে যাবে। এই মহারথিগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হয়েছ। ৩৫

ভগবান বলেন, নিজের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ। এই পাপ কাজ দ্বারা অর্জিত কুখ্যাতি সহ্য করা খুব কঠিন। একটি কাপুরুষোচিত কাজের পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক, একটি ভুল কাজের পরিণতি যুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক।

ভগবান অর্জুন বোঝেন যে কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে, তিনি সর্বদা সারা বিশ্বে যোদ্ধা হিসাবে নয়, বরংপলাতক সৈনিক হিসাবে স্বরণ করবেন এবং এই অপমান মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। ভগবান বলেন, হে অর্জুন! তোমার একটা খারাপ কাজ তোমাকে সারা পৃথিবীতে ছোট করে দেবে, ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো সম্ভব নয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে পারলেও এই ভুল তোমাকে সারাজীবন কষ্ট দিতে থাকবে। জীবন অতএব, হে মহান অর্জুন, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা এবং বর্তমানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই উত্তম। ক্ষত্রিয় হিসেবে আপনার নৈতিক দায়িত্ব পালন করাই তোমার জন্য শ্রেয়।

2.36

**অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্, বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ  
নিন্দন্তুস্তব সামর্থ্যং(ন্),ততো দুঃখতরং (ন্) নু কিম্॥36॥**

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য কথাও বলবে, এর থেকে বেশি দুঃখজনক আর কী হতে পারে ? ৩৬

ভগবান অর্জুনকে বলেন যে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে তোমার শত্রুরাও তোমার শক্তির সমালোচনা করবে এবং তোমার সম্পর্কে অকথ্য বিতর্ক হবে। তোমার শত্রুরা এবং যারা তোমার ক্ষতি করতে চায় তারা সবাই তোমার ক্ষমতার সমালোচনা করবে এবং এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু হতে পারে না।

অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে প্রস্তুত, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত, ভিক্ষা করে বাঁচতে প্রস্তুত। তারা তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভগবান বললেন, এমন অবস্থায় কোথায় দৌড়াবে, যেখানেই যাও না কেন পালাতে পারবে না।

সমস্ত রাজা এবং তাদের প্রজারা তোমার প্রশংসা করে, তোমাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, তোমার মতো ধনুকের দড়ি টানার কামনা করতে চায়। তোমার পুরুষত্বের নিছক দৃষ্টি তাদের কেঁপে ওঠে, ভয়ে তারা জীবনযাপনে বিমুখ হয়। সিংহের গর্জন শুনে হাতি যেমন কাঁপতে থাকে, তেমনি তোমার ধনুকের শব্দে কৌরব বাহিনী ভীত হয়ে পড়ে। পাহাড় যেমন বজ্রকে ভয় পায় আর সাপ গরুড়কে ভয় পায়, ঠিক তেমনি তোমার প্রভাব। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর কারণে তোমার খ্যাতি কুখ্যাতিতে পরিণত হবে এবং এই লোকেরা তোমাকে এভাবে পালাতেও দেবে না। পালিয়ে গেলেও জীবনের প্রতি দিন কুখ্যাতি সহ্য করতে হবে, মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে, তাই পালানোর এই চিন্তাগুলো ভুলই মনে করুন। যুদ্ধে মারা গেলে বা শহীদ হলে খ্যাতি পাবে, কিন্তু পালিয়ে গেলে পাবে নারকীয় অত্যাচার। যুদ্ধে নিহত হলেও তুমি অমর হয়ে থাকবে কারণ একজন সাহসী মানুষ হেরে গেলেও অমর থাকে।

2.37

## হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং(ঐ),জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়,যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭॥

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তা হলে স্বর্গ লাভ করবে আর যদি জয়লাভ করো তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে উত্থিত হও। ৩৭

ভগবান অর্জুনকে বলেন যে তিনি যুদ্ধে নিহত হলে তিনি স্বর্গ লাভ করবেন বা তিনি জয়ী হলে তিনি এই পৃথিবী শাসন করবেন, তাই এখন উঠুন, যুদ্ধের প্রতি সংকল্প নিয়ে উঠুন। দোদুল্যমান মন সবসময় দুর্বল থাকে। দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে, পরাজয় নিশ্চিত, শুধুমাত্র সংকল্পের শক্তির একজন মানুষকে জয়ী করে, এটি তাকে বিজয় দেয়।

জাপানের এক রাজার গল্প আছে, সেই রাজার নাম ছিল নেকিনাবু। রাজা নেকিনাবু একবার আক্রান্ত হন এবং যুদ্ধের প্রথম দিনেই তাঁর সেনাপতি মারা যান। সমগ্র সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থল থেকে পালিয়ে রাজ্যে ফিরে আসে। এখন সেই রাজার কোনো যোগ্য সেনাপতি ছিল না। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন, তিনি এখানে ঘোরাঘুরি করছেন এবং সেখানে চিন্তিত, এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেখানে পৌঁছেলে রাজাকে চিন্তিত দেখে তার চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাজা খুব বিরক্ত হলেন তাই বললেন- আমাকে একা ছেড়ে দিন। সন্ন্যাসী বললেন, আমি আমার চিন্তিত রাজাকে একা রেখে যেতে পারব না, আপনি আমাকে আপনার উদ্বেগের কথা বলুন, আমি সম্ভবত সমাধান খুঁজে দেব। রাজা সত্যিই খুব চিন্তিত, ভয়ে ভরা, পরাজয়ের কারণে দুঃখিত, বললেন আজ আমি রাজা, কিন্তু কাল হয়তো বন্দী হব, আমার এখন সেনাপতিও নেই। তখন সন্ন্যাসী বললেন- আমি তোমার সেনাপতি হব। রাজা অবাক হয়ে বললেন- আপনি সন্ন্যাসী, আপনি নিশ্চয়ই আজ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়েনি। সন্ন্যাসী বললেন- আমি ঘোড়ায় চড়েছি, কিন্তু হ্যাঁ! তরবারি চালাতে শিখিনি, কিন্তু রাজন, যুদ্ধ তলোয়ার দিয়ে নয় মন দিয়ে জেতা যায়। যাই হোক, আপনি যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন, আমাকে একবার চেষ্টা করতে দিন, হয়তো কিছু কাজ হয়ে যেতে পারে। রাজা ভাবলেন ঠিক আছে, তারপর তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসী তাকে রাজার সেনাপতি বানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের মাঝে পৌঁছে গেলেন। সৈন্যরা তার নেতৃত্বে জয়ী হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা নিয়ে ভাবছিল। ভীত সৈন্যদের মধ্যেও একই ধরনের আলোচনা শুরু হয়, কিন্তু তাদের সেনাপতির পিছনে যেতে হয়। যাবার সময় সেনাপতি একটি মন্দিরের সামনে এসে বললেন- চলো ভগবানকে জিজ্ঞেস করি আমরা জিতব কি না। যদি ঈশ্বর হ্যাঁ বলেন তাহলে আমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাব এবং ঈশ্বর না বললে আমরা ফিরে যাব। মুদ্রার এক পিঠে জিৎ আর এক পিঠে হার ঘোষণা করে তিনি মুদ্রাটি উপরে ছুড়ে দিলেন। মুদ্রা পড়তে দেখা যায় জিৎ ঘোষণা হয়েছে। সমগ্র সেনাবাহিনী উত্তেজিত হয়ে যায়। তখন সেনাপতি বললেন, আমি আরও দুবার মুদ্রাটি ছুড়বো, দেখি কী আসে। তারপর মুদ্রা ছুড়ে দেওয়া হল, তারপরেও জয় ঘোষিত হলো, এখন লোকেরা খুশিতে পতাকা উত্তোলন শুরু করে এবং গান গাইতে শুরু করে। তৃতীয় বারের মতো আবার জয় ঘোষিত হলে সমগ্র সেনাবাহিনীতে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ঢাক-ঢোল বাজাতে থাকে এবং পুরো সৈন্যবাহিনী উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যায়।

এই সৈন্যবাহিনীর উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখে শত্রুসেনারা ভয় পেয়ে গেল, যুদ্ধ সংঘটিত হল, শত্রুসেনা পরাজিত হয়ে আনন্দ উদযাপন করতে করতে এই বিজয়ী বাহিনী রাজার কাছে পৌঁছে গেল। রাজার কাছে বিজয়ের খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, রাজা তার সৈন্যদের সাথে হাতির উপর বসে দেখা করতে এলেন, সেনাপতিকে সামনে দেখে রাজা হাতি থেকে নেমে পড়লেন, সেনাপতিও ঘোড়া থেকে নেমে রাজার সাথে দেখা করলেন, রাজা বললেন- কী অলৌকিক কাজ করেছে, তখন সেনাপতি বললেন, এই অলৌকিক ঘটনা সংকল্পের শক্তিতে হয়েছে, তিনিই আমাদের বিজয়ী করেছেন।

সেনাপতি মন্দিরের ঘটনাটি রাজাকে বর্ণনা করলেন এবং তারপর তাকে সেই মুদ্রাটি দেখালেন যার উভয় পাশেই চিহ্ন ছিল যা তিনি জিতের জন্য ঘোষণা করেছিলেন। সেনাপতি বললেন, আমি যদি এই মুদ্রাটি তিনবার নয়, দশবারও ছুঁড়ে ফেলতাম, তবুও এটি জেতার কথাই বলত। কিন্তু তাতে পুরো বাহিনীর মনোবল বেড়ে গেল। আর জয়ের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেল। মহারাজ, মনের শক্তি আশ্চর্যজনক হয়।

এই কারণেই আমরা দেখি যে আজকাল খেলোয়াড়রা যখন অলিম্পিকে যায়, তখন কোচরাও তাদের সাথে যায়, সংকল্পের অনুভূতি জাগানোর জন্য। এখানে স্বয়ং ভগবানই অর্জুনের সাথে শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকের রূপে ছিলেন।

2.38

### সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, নৈবং(ম্) পাপমবাস্যসি॥38॥

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ; এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না। ৩৮

ঈশ্বর বলেছেন যে সুখ এবং দুঃখ বাহ্যিক অনুভূতি, তারা আমাদের ভিতরে আসতে পারে না যতক্ষণ না আমরা তাদের প্রবেশ করতে দিই। সুখ-দুঃখকে সমানভাবে বিবেচনা করতে শিখুন। যখন সুখ-দুঃখ আসে, প্রথমে আমরা বিরক্ত হই, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা আমাদের সংযম ফিরে পেতে শুরু করি। বাড়িতে কেউ মারা গেলে প্রথম কয়েক দিন খুব বিচলিত হই

, দুই সপ্তাহ পর ধীরে ধীরে আমরা দৈনন্দিন কাজে যুক্ত হতে শুরু করি, এক মাস পর আমরা আরও স্থির হয়ে যাই এবং এক বছর পর মৃত ব্যক্তির কথা মনে পড়ে। দুঃখ ধীরে ধীরে কমে যায় এবং সুখের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। কখনও কখনও ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয়, প্রচুর অর্থ আসে, তবে তাও চলে যায়। এই লাভ-ক্ষতি যখন আমাদের মনে আসে, তখন আমরা হাসি বা কাঁদি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আজ লাভ আছে, কাল লোকসান হবে, আজ জয় আছে, কাল পরাজয় হবে কারণ এটি একই মুদ্রার দুই দিক। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে জয়ী আমাদের দল যখন শেষ ম্যাচে হেরেছে, তখন প্রধানমন্ত্রী জয়-পরাজয় হয়- এমন ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করেছিলেন। ভগবানও অর্জুনকে ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছেন। ভগবান বলেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সময় এসেছে, অর্জুন, তুমি শুধু একটি যন্ত্র, তারা এভাবেই মরবে। তুমি কি ক্ষতির কথা বলছ?

বিবেচক এখানে তার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তিনি একবার ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। নীচে তার দোকান এবং উপরে তার বাড়ি। তার সাথে কথা হচ্ছিল কিন্তু সে বারবার একই কথা বলছিল, আমার পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। কিছুক্ষণ পর, আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর উপরতলা থেকে যে খাবার রেডি, আমরা দুজনে উঠে গেলাম।

বৌদি খুব হাসিখুশি আর খুশিতে খাবার পরিবেশন করছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পাঁচ লাখের ক্ষতি কী যে এই বন্ধু বারবার কথা বলছে? তখন শ্যালিকা হাসতে হাসতে বললো- সে দশ লাখ লাভের আশা করেছিল কিন্তু দশ লাখের পরিবর্তে সে পেয়েছে মাত্র পাঁচ লাখ, তাই সে পাঁচ লাখের ক্ষতির কথা বলছে। তিনি শুধু লাভ লোকসান দেখছিলেন। আসলে লাভ-ক্ষতি একই মুদ্রার দুই পিঠ। এ দুটিকেই সমান বিবেচনা করতে হবে।

তাই ভগবান অর্জুনকে বলেন, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এতে কোন পাপ নেই। এটি ব্যাখ্যা করার জন্য, কর্ম যোগ আরও আলোচনা করা হয়েছে।

2.39

### এষা তেঃভিহিতা সাঙ্খ্যে , বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং(ম্) শৃণু বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ, কর্মবন্ধং(ম্) প্রহাস্যসি॥39॥

হে পার্থ! তোমার জন্য এই তত্ত্ব (সমস্ত বুদ্ধি) জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হল, এখন তুমি কর্মযোগের কথা শোন—এই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনায়াসে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩৯

সাংখ্যযোগে সমা বুদ্ধির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কপিল মুনি সাংখ্যযোগে বলেছেন, সবই এক। মানুষ এবং প্রকৃতি এক এবং অভিন্ন। মন, বুদ্ধি এবং অহংকার পাঁচটি মহৎ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই দেহে সক্রিয়। সারা জীবন একটা জিনিস নিয়ে চলছে, এখন এই সাংখ্য যোগের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মযোগকে বুঝতে হবে। বজ্র বর্ম পরিধান করলে যেমন শর ও তীর শরীরে কাজ করে না, দেহের কোনো ক্ষতি হয় না, তেমনি কর্মের ফল ত্যাগ করলে কর্মদোষ হয় না। যখন যোগ কর্মের সাথে মিলিত হয়, তখন ক্ষতি এবং লাভের মধ্যে সমতা থাকে। কর্ম ও কর্মযোগের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে ভগবান বলেছেন-

- \* কর্ম হল ব্যক্তি, যেখানে কর্মযোগ হল সমষ্টিগত।
- \* কর্ম হল রাগ, আর কর্মযোগ হল আবেগ
- \* কাজ আপনাকে ব্যস্ত রাখে এবং কর্মযোগ আপনাকে খুশি রাখে।
- \* কর্ম প্রতিযোগিতা এবং উত্তেজনা অর্থাৎ টেনশন দেয়, যেখানে কর্মযোগ চায় সতর্কতা অর্থাৎ মনোযোগ (ধ্যান)।
- \* কর্ম সবাইকে কাঁদায়, কর্মযোগ সবাইকে হাসায়
- \* জ্ঞান আসে কর্ম থেকে এবং সাম্যক বুদ্ধি আসে কর্মযোগ থেকে।

বুঝতে হবে কর্মযোগী সম্মান পায়। সমাজে অনেক ধরনের মানুষ বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে, তাদের বলা হয় কর্মযোগী। অনেক ধনী মানুষ আছে কিন্তু সবার নাম রতন টাটা জি যে সম্মানের সাথে নেওয়া হয় সেভাবে নেওয়া হয় না। আপনার কাছে অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা সমাজসেবায় বিনিয়োগ করাও কর্মযোগে পরিণত হয়।

আমরা গীতা শিখছি, কোনো না কোনো রূপে সেবা প্রদান কর্মযোগী হওয়ার সুযোগ মাত্র। কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই নিরন্তর কাজ করা হল কর্মযোগ। আসুন আমরা কি পেলাম তা নিয়ে ভাবি না বরং আমরা কি দিয়েছি তা নিয়ে ভাবি। কর্মযোগ সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। ভগবান বলেন, অর্জুন, কর্মযোগের এই ক্ষুদ্র ধর্ম তোমাকে মহা ভয় থেকে রক্ষা করবে।

## 2.40

### নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি, প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য, ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥40॥

নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের বিফলতা হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, উপরন্তু এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে। ৪০

জগদগুরু শঙ্করাচার্য জি বলেছেন- গীতার সামান্য অভ্যাসও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় এবং মৃত্যুর ভয় থেকেও রক্ষা করে।

একজন মানুষ সারাজীবন পাপ কাজ করতে থাকলেন, কিন্তু তার ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। তিনি দিনে দশ-বিশ বার নারায়ণকে ডাকতেন। মৃত্যুর সময় এসেও মুখ থেকে বেরিয়ে এল- হে নারায়ণ!! শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই কথার কারণেই তিনি স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

আরেকটা ঘটনা আছে, একজন শেঠজী ছিলেন। তিনি তার গুরুর কাছে গেলেন এবং তাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একটি সহজ উপায় দেখাতে বললেন। গুরুজী বললেন- প্রতিদিন জপ জপ কর, শেঠজী বললেন না! আমি এটা করতে পারি না। সকালে গঙ্গায় স্নান করি, না! খুব ঠান্ডা হবে। সহজ কিছু বলুন, এতে শীতে কষ্ট হবে। প্রতিদিন মন্দিরে যাও, না! এত সকালে যেতে পারব না। গুরুজী বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আর একটা সহজ কথা বলি, যতক্ষণ না তুমি একজন লোককে তিলক পরা দেখবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার খাবার খাবে না। শেঠজী এই নিয়ম পছন্দ করলেন তাই তিনি মেনে নিলেন।

একদিন সে সকাল থেকে তিলকধারীকে দেখতে পেল না, তাই সে এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকে, তার ক্ষুধা লাগছিল কিন্তু সে নিয়ম মেনে নিয়েছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল একজন লোককে তিলক পরা, কিন্তু সে চোর। ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে, তিনি আসলে একজন চোর ছিলেন। তাকে দেখে শেঠজী বললেন, খুঁজে পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন, শুনে চোর ভয় পেয়ে গেল। এই ব্যক্তি বলছে তাকে পাওয়া গেছে, তাই এখন ধরা পড়বে ভেবে পালিয়েছে। সেই চোর শেঠজির বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল, কিন্তু আওয়াজ হওয়ার কারণে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং চুরি করতে করতে শেঠজির বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এবং শেঠজির জায়গা একটি চুরি থেকে বেঁচে যায়।

গীতা আমাদের কাছে একটি গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করে, শুধুমাত্র এটিকে জীবনে প্রয়োগ করে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করলেই সাম্যের অনুশীলন করা যায়। গীতা আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যহার, ধরন, ধ্যান, সমাধির মতো এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে।

## 2.41

### ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধি:(র), একেহ কুরুনন্দন বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ, বুদ্ধয়োব্যবসায়িনাম্॥41॥

হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়িত্বিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী হয়ে থাকে। ৪১

ব্যবসা শব্দটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যবসায়ীর অর্থ হল সেই ব্যক্তি যিনি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ এবং একটি সিদ্ধান্তমূলক মন আছে, যাকে সাম্যের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এর বিপরীত হবে চঞ্চল অর্থাৎ দোলাচল! কিছু মানুষের মনের অবস্থা সবসময় দোলাচল থাকে, এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে।

এক পাগল লোক ছিল, একবার তার প্রচন্ড মাথা ব্যাথা ছিল, তাই সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো কি করবে, বউ বলল ডাক্তারের কাছে যাও, তার মনে সন্দেহের ঝড় বইলো-

আমি কোথায় ডাক্তারের কাছে যাব, গ্রামের লোকের কাছে না শহরের লোকের কাছে? স্ত্রী তাকে শহরে যেতে বললেন, তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দুপুরের খাবারের সময় দুটি ট্যাবলেট খাওয়ার পরামর্শ দেন।

তাদের কথোপকথন এভাবে চলছিল-

কখন বড়ি খাবেন?

একটি ট্যাবলেট খাওয়ার আগে এবং অন্যটি পরে।

কিভাবে খাব? চিবিয়ে নাকি চুষে?

গিলে খাও

জল দিয়ে নাকি দুধ দিয়ে?

দুধের সাথে

দুধের বাটি বা গ্লাস ভরে?

বাটি ভর্তি করার পর

দুধ গরম না ঠান্ডা?

অল্প গরম

গরুর দুধ নাকি মহিষের দুধ?

(চিকিৎসক কষ্টে বললেন)

না, না, ছাগলের পান

কীভাবে পান করবেন, দাঁড়িয়ে বা বসে?

(ডাক্তার খুব চিন্তিত হয়ে বললেন)

আপনি আপনার ইচ্ছামত খেতে পারেন, কিন্তু এখন এখান থেকে চলে যান।

আরেকটা কথা, নিজের হাতে দুধ পান করতে হবে নাকি স্ত্রীর হাত দিয়ে?

ভাই আমি তোমাকে বলেছি তুমি যেমন চাও পান করো, এখন শুধু আমার ফি দিয়ে দাও।

কত ফি?

শত টাকা

বাঁধা নাকি টিলা?

(ডাক্তার তখন তাকে পঞ্চাশ টাকার দুটি নোট দিয়ে বললেন)

ভাই আপনি এখন যান।

তিনি বাইরে এলেন, আরেকজন রোগী এলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বেরিয়ে গেলে তিনি আবার ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এই নোটগুলোর মধ্যে কোনটি ওষুধের জন্য আর কোনটি রিকশাওয়ালার জন্য?

এটি একটি সর্বদা দোলাচল পরিস্থিতির একটি নিখুঁত উদাহরণ।

2.42

য়ামিমাং(ম্) পুষ্পিতাং(বঁ) বাচং(ম্), প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ(ফ্) পার্থ, নান্যদন্তীতি বাদিনঃ॥2.42॥

ভগবান বলেছেন, স্থির বুদ্ধি থাকলেই সাম্য লাভ করা যায়। সর্বদা নিঃস্বার্থ কাজ করুন, আপনার দায়িত্বে অটল থাকুন, তবে অন্য বিষয়ে চিন্তা করবেন না। বুঝুন যে শুধুমাত্র স্বর্গলাভ করাই শ্রেষ্ঠ নয়, তম, রজ ও সত্ত্বের এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে গুণিত হওয়াও জরুরী, একইভাবে উপরে উঠতে হবে এবং উন্নতি করতে হবে।

2.43

কামাত্মানঃ(স্) স্বর্গপরা, জন্মকর্মফলপ্রদাম্

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং(ম্), ভোগৈশ্বর্যগতিং(ম্) প্রতি॥43॥

প্ৰ্থানন্দন অর্জুন, যে স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, একটু ভেবে দেখ, এই অত্যাচারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াও একজন ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার কর্তব্য, তুমি কেবল তোমার স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে আসনি, তোমার নিজের উদ্দেশ্য এর চেয়ে বড় হওয়া উচিত এবং এখন তোমাকে দৃঢ় বুদ্ধি অর্জন করতে হবে।

2.44

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং(ন্), তয়াপহতচেতসাম্

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ(স্), সমাধৌ ন বিধীয়তে॥44॥

হে পার্থ ! যারা ভোগে আসক্তচিত্ত, কর্মফল প্রশংসাকারী বেদবাক্যেই যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাদের বুদ্ধিতে স্বর্গই পরমপ্রাপ্য বস্তু এবং যারা বলে থাকেন যে, স্বর্গ হতে বড় আর কিছুই নেই-এইরূপ অবিরেবিকগণ যে পুষ্পিত অর্থাৎ আপাত-মনোহর বাক্য বলেন, যা জন্মরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগ তথা ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ার

বর্ণনা করে, সেইসকল বাক্য দ্বারা যাদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত হয়, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা শুদ্ধা বুদ্ধি হতে পারে না। ৪২-৪৪

প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন অনেক কথাই বলেছেন- সবই আমার আপন, তারা মারা যাবে, সমগ্র রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি রাজবংশের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না মন্ত্রাগ্নি প্রদান করতে। অর্জুন এরকম অনেক বক্তব্য দিয়েছেন, এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, এই সব কথা শুনে ভালো লাগছিল কিন্তু এখন তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনের জন্য লড়াই করতে হবে, তাই তোমাকে এই সব বিষয়কে সমস্তের সাথে দেখতে হবে এবং দৃঢ়চিত্ত মন থাকতে হবে। .

একটা ঘটনা আছে, একবার দশম শ্রেণির এক ছাত্র প্রভাষকের কাছে এসেছিল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর তারা সবাই কিছুটা বিষণ্ণ ছিল। পরীক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, কম নম্বরের কারণে মন খারাপ? কত নম্বর পেয়েছেন, চল্লিশ শতাংশ? তিনি বললেন, না, এর চেয়ে ভালো। বিশ্লেষক বলেন, পঞ্চাশ শতাংশ? না, আরও কয়েকটা... সে পঁচাত্তর শতাংশ নম্বর পেয়েছিল, কিন্তু তার প্রত্যাশা ছিল নব্বই শতাংশ নম্বর, তাই সে দুঃখ পেয়েছিল। পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ৭০% নম্বর পেতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন?

যদি না করতে তবে এখনই সময়, জেগে উঠ, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে কঠোর পরিশ্রম কর।

একটি সংকল্পবদ্ধ মন হতাশা দূর করে এবং মনকে দৃঢ় সংকল্পে পূর্ণ করে, তাই ফলাফলের কথা চিন্তা না করে নিঃস্বার্থ মন নিয়ে কাজ করতে হবে। নেতিবাচক কথা বলার সময় অর্জুন শুধু ভোগের কথাই ভাবছিলেন, তাকে সেখান থেকে বের করে কর্তব্যের পথে আনাই ভগবানের কাজ।

2.45

### ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, নিষ্টৈগুণ্যো ভবার্জুন নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্হো, নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥৪৫॥

হে অর্জুন! বেদ পূর্বোক্ত ভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক : সুতরাং তুমি ঐসব ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তি বর্জিত হও, হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ববহিত ও নিত্যবস্তুতে (পরমাত্মাতে) স্থিত হও এবং যোগ(১)-ক্ষেমের(২) আকাঙ্ক্ষাহীন তথা আত্মপরায়ন হও। ৪৫

ভোগবিলাস ও পার্থিব বিষয়ের উর্ধ্বে উঠতে তিনি অর্জুনকে বলেন যে তোমাকে গুণাতীত হতে হবে। সত্ত্ব গুণ অহঙ্কার সৃষ্টি করে, রজগুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণ হয়, যেখানে তম অলসতা সৃষ্টি করে। অর্জুন, তোমাকে এই তিনের উপরে উঠতে হবে। তুমি সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্ব-মুক্ত হয়ে উঠ, সম্পূর্ণরূপে মনের দোলাচল অবস্থার উর্ধ্বে উঠ, মনের মধ্যে সমতাবোধ বৃদ্ধি কর। যোগের মঙ্গল কামনা না করেও নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ কর এবং কেবল কর্ম করতে থাক।

2.46

### যাবানর্থ উদপানে, সর্বতঃ(স্) সম্প্লুতোদকে তাবান্সর্বেষু বেদেষু, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬॥

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যেটুকু প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে ৪৬

যে সমতা বুঝেছে, যে সুখে-দুঃখে সমান থাকতে শিখেছে, সেই পথেই যে এগিয়েছে, অন্য জিনিসের সঙ্গে তার কী করার আছে। সমুদ্রের দিকে যাওয়া সমস্ত নদী এবং প্রবাহ একবার সমুদ্রে মিশে গেলে তাদের সাথে তাদের কী

করার আছে? যখন তারা সমুদ্রের সাথে মিশে গেল, তখন তাদের জল এবং সমুদ্রের জল এক হয়ে গেল, তাতে অভিন্নতা ছিল। এটাই হল সমবুদ্ধি বেদের সারমর্ম, বুঝুন এবং ভালো কাজ করেই এগিয়ে যান।

2.47

## কর্মণ্যেবাহিকারন্তে, মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ(র), মা তে সঙ্কোঃস্বকর্মণি॥47॥

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব তুমি কর্ম-ফলের হেতু হয়ে না আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

ঈশ্বর এই শ্লোকে আশ্চর্যজনক কিছু বলেছেন। শুধু ফলাফলের জন্য কাজ করলে চলবে না, ফল আসতে বাধ্য। আমার বীজ বুনলে তাতে বাবলা ফুল আসবে না, শুধু আম আসবে। কিন্তু সেই আমার প্রতি যদি আমাদের আসক্তি না থাকে, আমরা যদি এইভাবে আকাঙ্ক্ষার বোঝা বয়ে বাড়াতে থাকি, তাহলে আমরা সমস্ত লাভ করেও কখনও উপরে উঠতে পারব না।

একটা গল্প আছে – আকবর বীরবলের গল্প।

একবার আকবর ও বীরবল যাত্রায় বের হলেন। ভয়ংকর ঝড় এলো। তাদের ঘোড়া দুটো একটা গাছের নিচে থেমে গেল। সামনে একটা ড্রেন বয়ে গেছে। প্রবল বর্ষণে ড্রেনের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দুজনেই সেখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলেন। তখন ওপাশ থেকে একজন লোক এসে মাথায় লাঠিসোঁটা নিয়ে এক লাফে ড্রেনের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। আকবরের এই আশ্চর্য দক্ষতা দেখে খুব অবাক হলেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি এই অলৌকিক কাজ করলেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এতে অলৌকিক কী আছে? আমি প্রতিদিন এই কাজটি করি।' আকবর বললেন, তুমি যদি আবার এদিক থেকে ওপারে যাও, আমি তোমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেব। একথা শুনে বীরবল হাসলেন। আকবর জিজ্ঞেস করলেন, হাসলেন কেন? উত্তরে বীরবল বললেন, সে এখন এই নালা পার হতে পারবে না। লোকটি মাথায় কাঠের বান্ডিল নিয়ে ছুটে এল এবং যেখান থেকে তার লাফ দেওয়ার কথা সেখানে সে পিছলে পড়ে গেল। বীরবল আরও জোরে হাসলেন। আকবর জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন? বীরবল বললেন, তিনি যখন ওপার থেকে এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর মাথায় শুধু একটি কাঠের বান্ডিল ছিল, কিন্তু এখন বান্ডিল ছাড়াও তাঁর মাথায় একটি স্বর্ণমুদ্রার ওজন বেড়েছে। যে কোনো উপায়ে এই স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মনে ছিল এবং এই কামনা, এই আকাঙ্ক্ষা তার কর্মক্ষমতার মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। কাঠুরী যখন প্রথমবারের মতো স্বাচ্ছন্দ্য লাফ দিয়েছিল, তখন ফল পাওয়ার জন্য তার উপর কোন বোঝা ছিল না।

প্রত্যাশা সবসময় দুঃখের কারণ হয়। প্রত্যাশা থেকে মুক্তিই সুখ অর্জনের একমাত্র উপায়। যখন আমরা এমন কিছু পাই যা আমরা আশা করি না, তখন আমরা খুব খুশি বোধ করি। আমরা যদি প্রত্যাশা নিয়ে কিছু কাজ করি এবং তাতে সফলতা না পাই, তবে আমরা নিজের মধ্যে দুঃখ এবং বেদনা অনুভব করি। সেজন্যই ঈশ্বর বলেছেন প্রত্যাশা ত্যাগ করত। প্রত্যাশার বাইরে কাজ করলে আপনার কাজ ভালো হবে।

এর সাথে আলোচনা পর্ব শেষ হয় এবং শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব।

::প্রশ্নোত্তর::

প্রশ্নকর্তা:- মঞ্জু দিদি

**প্রশ্ন:-** ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েই অর্জুনকে সব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে অষ্টম অধ্যায়ে আবার ব্যাখ্যা করার দরকার কী ছিল?

**উত্তর:-** আমরা যখন এর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ শুনি, তখন আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে ঈশ্বর সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত জ্ঞান দিয়েছেন এবং তারপর বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান পরে বিস্তারিতভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন, তা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা অন্য কোনো যোগই হোক। সাধারণ সাধকদের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রয়োজন, তাই ঈশ্বর আঠারোটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। **জ্ঞানেশ্বর মহারাজ** জি বলেছেন যে গীতার প্রতিটি শ্লোকের অভিজ্ঞতা নিন। গীতার সাগর থেকে প্রতিটি মুক্তা বাছাই করার পরও প্রতিবারই অনুভূতির নতুন মুক্তা পাওয়া যায়।

**প্রশ্নকর্তা:-** মনীষা দিদি

**প্রশ্ন:-** সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যে স্বর্গ লাভের ধারণা কোথা থেকে এসেছে?

**উত্তর:-** আমাদের ভারতীয় চিন্তাভাবনা আশ্চর্যজনক, অন্য সব ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে, বাইবেল বা কুরানে শুধুমাত্র স্বর্গ বা নরকের উল্লেখ আছে। শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনের চিন্তাই এমন যে এটি স্বর্গের বাইরেও কথা বলে। স্বর্গ সাধারণ মানুষের জন্য, ছোটবেলায় আমরা ছোট বাচ্চাদের বলি বেশি চকলেট খাবেন না, নইলে দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। চকলেট অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করে কিন্তু বোঝার অভাবে সেগুলোকে শুধুমাত্র দাঁত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, একইভাবে স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বর্গে যেতে বলা হয়, সেই কারণেই আমরা ছোটবেলায় স্বর্গে যাওয়ার কথা শুনেছি। কিন্তু ভারতীয় দর্শন এমন একটি দর্শন যা মুক্তি কামনা করে, তার চূড়ান্ত গন্তব্য মোক্ষ। কবে কোন জীব স্বর্গ-নরক, জীবন-মৃত্যু থেকে মুক্ত হবে, এটাই ভারতীয় দর্শনের নীতি। গীতায় বলা আছে মানুষ হবন করে স্বর্গে পৌঁছাবে, কিন্তু পুণ্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের পুনর্জন্ম নিতে হবে। আমাদের দর্শন কেবল মোক্ষের কথা বলে।

**প্রশ্নকর্তা:-** রামভূষণ ভাইয়া

**প্রশ্ন:-** দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে-

**অশোচ্যনবশোচস্তম্, প্রজ্ঞাবদনশ্চ ভাষাসে।**

**গতাসুজ্ঞাতাসুজ্ঞানানুশোচন্তি পশ্চিঃ।**

এই শ্লোক থেকে মনে হয় কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ঠিক নয়, আপনি কি এর সাথে একমত?

**উত্তর:-** কিন্তু তার দুঃখে ডুবে থাকা আমাদের একটি একটি ক্ষণস্থায়ী আবেগ, এটি আসে কারণ আমরা মানবদেহে আছি। মানবদেহ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত, আমরাও প্রকৃতি থেকে তিনটি গুণ পেয়েছি, তাই মনের মধ্যে যে আন্দোলন হওয়া দরকার তা অবশ্যই ঘটবে, র ঠিক হবে না। তাই এ থেকে দূত বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। পরিপক্ব হয়ে জীবনের সুখ-দুঃখ অনুভব করার পর কেউ মারা গেলে মানুষ আনন্দে তাকে দাহ, নাচ-গানের জন্য নিয়ে যায়। মৃত্যু বস্ত্র বদলানোর মত, এটাই আমাদের মানুষের ধর্মগ্রন্থ। আমরা এই অধ্যায়ে পড়েছি।

**বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবনি গৃহ্ণাতি নবানি দেহি।**

**তথা শরীরানি বিহায় জীরান্যানি সন্ন্যাসি নবানি দেহি।**

জামা-কাপড় বদলানোর মতোই, আত্মাকে শরীর পরিবর্তন করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে শোক কেন?

**প্রশ্নকর্তা:-** উর্মিলা দিদি

**প্রশ্ন:-** দ্বিতীয় অধ্যায়- শ্লোক সংখ্যা বিয়াল্লিশ-

**যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবাদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।**

**বেদবদর্তাঃ পার্থ নান্যদস্তিতি বাদিনঃ॥**

এটার মানে কি?

**উত্তর:-** তোমার মুখ থেকে যেন ফুল বের হচ্ছে, অর্থাৎ তোমার মুখ থেকে যে ফুলের মতো মিষ্টি কথা বের হচ্ছে, অর্জুন, তা বোঝানোর জন্য যে তুমি নির্বোধ কথা বলছ। এগুলো থেকে বের হয়ে যাও কারণ এ থেকে বের হতে হবে। কৃত্রিম জিনিস জন্মের আকারে কর্মের ফল দিতে চলেছে। কর্মের ফল ত্যাগ করে তুমি গুণাভীত হবে।

**প্রশ্নকর্তা:-** নরেন্দ্র ভাইয়া

**প্রশ্ন:-** রামায়ণের দৃষ্টান্তে উল্লেখ আছে যে, রামচন্দ্রজী যখন ভরতের সঙ্গে দেখা করেন এবং পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তখন তিনিও অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, তাহলে তা আমাদের মত একজন সাধারণ মানুষের বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়?

**উত্তর:-** বুঝতে হবে এই সময়ে ঈশ্বর মানবদেহে আছেন, এই সময়ে ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন, তাই তিনি মানুষের ন্যায় ব্যবহার করছেন। কিন্তু ভগবান অবিলম্বে সামলে নিয়ে ভরতকে শাসন করতে ফেরত পাঠান। মানুষকেও এই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে এবং নিজের যত্ন নিতে হবে, কারণ মৃত্যুই সত্য, আত্মা আবার নতুন শরীর নেয়। এই জন্য শোক অর্থহীন।



আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

<https://vivechan.learngeeta.com/feedback/>

**বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!**

আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

**জয় শ্রীকৃষ্ণ!**

সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাশ্রম লেখন বিভাগ

**প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!**

আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

<https://gift.learngeeta.com/>

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

<https://vivechan.learngeeta.com/>

**॥ গীতা পড়ুন, পড়ান, জীবনে গ্রহণ করুন ॥**

**॥ ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥**